

দানযিলেরে পুস্তক - নম্বর আট

একটি প্রক্রিয়া

Jeff Pippenger

2023-12-03

ইহুদার রাজা যোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বছরে বাবিলের রাজা নবুখদনজের যব্রীশালমে এসে তাকে অবরোধ করল। আর প্রভু ইহুদার রাজা যোয়াকীমকে, এবং ঈশ্বরকে গৃহে কচ্ছি বাসনপত্রকে, তার হাতে সঁপে দলিলে; আর সে সেগেলোক শনির দশে তার দবেতার গৃহে নিয়ে গলে; এবং সে বাসনগুলোক তার দবেতার ধনভাণ্ডারে স্থাপন করল। দানযিলে ১:১, ২।

দানযিলে ও প্রকাশিত বাক্য একই গ্রন্থ, এবং দানযিলেরে গ্রন্থে উপস্থাপিত একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাগুলি প্রকাশিত বাক্যেরে গ্রন্থে পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে। যিশু খ্রিস্টেরে প্রকাশিত বাক্য সেই চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তাকে উপস্থাপন করে, যা পরীক্ষাকালরে সমাপ্তির ঠিক আগে মোহর খোলা হয়।

অতীতে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ থেকে সঠিকভাবে বোঝা হয়েছিল এমন সত্যসমূহ, যগুলো রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা সলিমোহর করে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেগুলো এখনও সত্য; আর আজ যহিঁদা-গোত্রেরে সহিঁ আবার সেই সলিমোহর খুলে দিচ্ছেন, এবং সেই সত্যসমূহ এখন তাদের নথিত পরিপূর্ত প্রকাশ করছে।

অতীতে দানযিলেরে বই থেকে সঠিকভাবে বোঝা হয়েছিল এমন সত্যগুলো, যগুলো রীতিনীতি ও ঐতিহ্যেরে দ্বারা সীলমোহর করা হয়েছিল, সেগুলো এখনও সত্য; এবং আজ যহিঁদা বংশেরে সহিঁ সেগুলোকে আবার উন্মোচন করছেন, আর সেই সত্যগুলো এখন তাদের সম্পূর্ণ পরিপূর্ত প্রকাশ করছে।

দানযিলে কেবল যিশু খ্রিস্টেরে উদ্ঘাটনেরে প্রতিনিধিত্বকারী দুইটি বিইয়েরে মধ্যে প্রথমটি

যহিঁয়াকমি একটি সংস্কার আন্দোলনে প্রথম বার্তার ক্ಷমতায়নেরে প্রতীক। তিনি চুক্তিরেও প্রতীক; কারণ নামেরে পরবর্তন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে একটি চুক্তিমূলক সম্পর্কেরে সূচনাকে চিহ্নিত করে। যে চুক্তিমূলক সম্পর্কে ঈশ্বর এমন এক জনগোষ্ঠীরে সঙুগে প্রবশে করেন, যারা আগে ঈশ্বরেরে চুক্তিরে জনগণ ছিল না, সেই সম্পর্কেরে শুরু হয় প্রথম বার্তার ক্ক্ষমতায়নেরে সময়।

আগে তোমরা কোনো জাতই ছিলে না, কিন্তু এখন তোমরা ঈশ্বরেরে প্রজা; তোমরা করুণা পাওনি, কিন্তু এখন করুণা পয়েছে। ১ পতির ২:১০

নাম পরবর্তনেরে যে প্রতীকটি এক চুক্তিমূলক সম্পর্কেরে নির্দেশ করে, তা প্রতীকটি হয়ে আছে আব্রামেরে নাম আব্রাহাম, সারাইয়েরে নাম সারাহ, যাকোবেরে নাম ইস্রায়েলে এবং শাউলেরে নাম পৌল হওয়ার মাধ্যমে। এই প্রতীকেরে আরও সাক্ষ্য আছে; তবে দানযিলে গ্রন্থেরে প্রথম অধ্যায়ে দানযিলেরে নাম পরবর্তন করে Belteshazzar রাখা হয়, আর হনানিয়ার নাম শদ্রক, মশিয়ালেরে নাম মশেক, এবং আজারিয়ার নাম আবদেনগো রাখা হয়।

যখন প্রভু কোনো জাতেরে সঙুগে চুক্তিমূলক সম্পর্কেরে মধ্যে প্রবশে করেন, তখন তিনি একই সঙুগে এক পূর্বতন চুক্তিবিধ জাতকে পাশ কাটিয়ে যান। ইহোয়াকীম সেই চুক্তিবিধ

জাতরি প্রতিনিধিত্ব করনে, যাদেরকে পাশ কাটয়িে যাওয়া হচ্ছে, এবং দানয়িলে, হনানয়িয়া, মীশায়লে ও আজরয়িয়া প্রতিনিধিত্ব করনে সেই চুক্তবিদ্ধ জাতকি, যাদের তখন নরিবাচতি করা হচ্ছে। মানুষ যখন চুক্তমূলক সম্পরকরে মধ্যে প্রবশে করে, তখন তাদের পরীক্শা করা হয় যে তারা চুক্তরি শর্তাবলী পালন করবে কনি। এই পরীক্শাটি খাওয়ার ক্রয়ির মাধ্যমে বোঝানো হয়ছে।

খাওয়ার কাজরে মাধ্যমে আদম ও হাওয়া পরীক্শায় বয়রথ হয়ছেলি, এবং যখন ঈশ্বর প্রথমবার একটা নিরিবাচতি জাতরি সঙগে চুক্তবিদ্ধ হলনে, তিনি মান্নার মাধ্যমে তাদের পরীক্শা করে সেই সম্পরকরে সূচনা করলনে। প্রাচীন ইস্রায়লে শেষে পরয়নত সেই পরীক্শায় বয়রথ হলো, কনিতু এতে করে তারা এই সত্যরে প্রথম উল্লখে ও প্রথম সাক্ষয় দলি যে, চুক্তরি পরীক্শা কনো একক পরীক্শা নয়, বরং এটা একটা পরীক্শার প্রকরয়িয়া। দশম পরীক্শায়, তাদের পরবর্তী চল্লশি বছর মরুভূমতি মৃত্যুবরণ করতে দণ্ডতি করা হলো। তারপর ঈশ্বর যহিেশূয় ও কালবেরে সঙগে চুক্তবিদ্ধ হলনে, এবং এভাবে সাক্ষয় দেওয়া হলো যে প্রভু যখন কনো নিরিবাচতি জাতরি সঙগে চুক্তবিদ্ধ হন, তখন তিনি একই সঙগে পূর্ববর্তী চুক্তবিদ্ধ জাতকি পাশ কাটয়িে যান। প্রাচীন ইস্রায়লেরে শেষে পরয়াযে—যা ছলি আধ্যাত্মকি ইস্রায়লেরে সূচনাও—প্রাচীন ইস্রায়লেরে শেষে পরীক্শার প্রকরয়িয়াটিই ছলি আধ্যাত্মকি ইস্রায়লেরে প্রথম পরীক্শার প্রকরয়িয়া, এবং তা স্ববর্গরে বুটা হিসিবে উপস্থাপতি হয়ছেলি। প্রথম চুক্তরি পরীক্শার প্রকরয়িয়ায় সটে মান্না দ্বারা প্রতীকায়তি ছলি।

ঐ পরীক্শার প্রকরয়িয়ায়, যা ছলি একই সঙগে প্রথমও এবং শেষেও পরীক্শা, যশু স্ববর্গীয় বুটারি পরীক্শাটকিে চহ্নিতি করছেলিনে, যখন তিনি বিলছেলিনে যে যারা তাঁর চুক্তরি লোক, তাদের তাঁর মাংস খতে এবং তাঁর রক্ত পান করতে হবে। ঐ উপস্থাপনায় তিনি তাঁর সবোকরমরে অন্য যে কনো সময়রে তুলনায় বেশি শিষয় হারয়িছেলিনে। তাঁর সবোকরমরে ঐ বতিরকটি ছলি চুক্তি-পরীক্শার প্রকরয়িার চত্রিণরে শখির, এবং সসিটার হোয়াইট The Desire of Ages গ্রন্থে ঐ ঘটনাটি নিয়িে বসিতৃত মন্তব্য করছেনে, যখনে অধ্যায়টির শরিোনাম "The Crisis in Galilee"। গাললি নামরে অর্থ "একটি কিবজা", বা "একটি মৌড়", এবং ঐ অধ্যায়ে তিনি ব্যাখ্যা করছেনে কনে শিষয়রা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফরিয়িছেলি। তাঁর মাংস খাওয়া ও তাঁর রক্ত পান করার আবশ্যকতা সম্পরকে তাঁর সাক্ষয়কে যথায়থ ভাববাদী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে তারা অস্বীকার করছেলি। তিনি দেখেয়িছেনে যে তারা ভাববাদ-সংক্রান্ত এমন রীতনীতি ও প্রথা আঁকড়ে ধরছেলি, যগেলো শয়তান প্রাচীন ইস্রায়লেরে বাইবেলে-সম্বন্ধীয় বোঝাপড়ার মধ্যে প্রোথতি করে দেয়িছেলি। ঐ ভুল-বোঝাবুঝিগিলো তাদের কাছে, তাদের ধারণামতে, তাঁর কথাগুলোকো আত্মকিভাবে নয়, আক্শরকিভাবে প্রয়োগ করার একটা অজুহাত জুগয়িছেলি। তিনি আরও উল্লখে করনে যে যোহনের সুসমাচাররে ষষ্ঠ অধ্যায়ে (যোহন ৬:৬৬) যাদেরকে যশুর কাছ থেকে "ফরিে" যাওয়া হিসিবে চহ্নিতি করা হয়ছে, তারা আর কখনোই তাঁর সঙগে চলনো।

প্রাচীন ইস্রায়লেরে প্রথম ও শেষে উভয় চুক্তি-পরীক্শা প্রকরয়িয়াই আমরা দেখে, ঈশ্বর যখন কনো নিরিবাচতি জাতরি সঙগে চুক্তবিদ্ধ সম্পরকে প্রবশে করনে, তখন একই সঙগে তিনি পূর্বতন চুক্তরি জাতকি পাশ কাটয়িে যান। আমরা আরও দেখে যিে তিনি সেই জাতকিে একক কনো পরীক্শায় নয়, বরং পরীক্শার একটা প্রকরয়িার মাধ্যমে পরীক্শা করনে। আমরা এটাও দেখে যিে এই পরীক্শার প্রকরয়িয়াটি এমন কছির মাধ্যমে প্রতীকায়তি হয়, যা খাওয়ার জন্য নিরিধারতি। আমরা আরও পাই যে সেই খাদ্যটি ঈশ্বরের বাক্যক প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এই পরীক্শা জড়তি থাকে খাওয়ার জন্য দুই ধরনের খাদ্যরে মধ্যে

একটা বিচ্ছেদ নেওয়ার প্রশ্নে। ঈশ্বর যবে সব গাছ থেকে খতে বলছেন, আমরা কিসেগুলো থেকেই খাই, নাকি যবে গাছ থেকে খতে আমাদের নষিধে করা হয়েছে, সেই গাছ থেকেই খাই? আমরা আরও দেখি কী খাওয়া হবে—এই নরিবাচনটির মধ্যবে অন্তর্ভুক্ত থাকে কীভাবে আমরা প্ৰদত্ত খাদ্যটাই খাই, সেই পৰীক্ষাও।

আধ্যাত্মিক ইস্ৰায়লের শষে পৰ্বে, মলিরাইট আন্দোলনের সময়, ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্ৰথম বার্তাটি শক্তি লাভ করে। সেখানে যহি়োয়াকীম সেই প্ৰোটেষ্ট্যান্টদের প্ৰতিনিধিত্ব করে, যাদের তখন বাবলিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতো তারা তার কন্যা হয়ে ওঠে। প্ৰকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের স্বৰ্গদূত অবতীৰ্ণ হয়ে হাতে এক খোলা ছোট বই নিয়ে এলে তারা এক পৰীক্ষার সম্মুখীন হয়। যমেন যহি়োয়াকীম নবেখদুনজেজররে দাবরি বরিদুধে বদিরোহ করছিল এবং পরে বন্দিত্ব নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তমেনই প্ৰোটেষ্ট্যান্টরা অনধকার যুগ থেকে সঙ্গে করে আনা তাদের ঐতহিয ও রীতনীতির ভিত্তিতে স্বৰ্গদূতের হাতে থাকা খাদ্য খতে অস্বীকার করছিল।

১৮৪৪ সালের বসন্ত নাগাদ, যহি়োয়াকীম এবং প্ৰোটেষ্ট্যান্টদের জন্ম পৰীক্ষার প্ৰক্ৰিয়া একটা 'সন্ধিক্ষণে' পৌঁছছিল, এবং যমেন আধ্যাত্মিক ইস্ৰায়লের প্ৰথম পৰীক্ষার প্ৰক্ৰিয়ায় হয়েছিল, তমেনি তারা 'ফরি গেলে' এবং আর যীশুর সঙ্গে চলল না। সেই ইতহিসে দানযিলে, হনানিয়া, মশিয়ালে ও আজরয়া মলিরাবাদীদের প্ৰতিনিধিত্ব করছিলেন, যারা সেই ছোট পুস্তকটি খতে বেছে নিয়েছিলেন, যা তাদের মুখে মধুর ছিল, কনিতু পটে তকিত হয়ে উঠছিল।

যদি আমরা আদম ও হাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করি, তাহলে আমরা চারটি ধ্রুপদী সাক্ষ্য পাই যবে পৰীক্ষা খাওয়ার ক্ৰিয়া দ্বারা প্ৰতীকায়িত। আমাদের কাছে কয়েকটি ভবিষ্যদবাণীমূলক সাক্ষ্য আছে, যগুলো সকলই প্ৰথম ও শেষে ছাপ বহন করে। মান্নার পৰীক্ষার সাক্ষ্য একটা প্ৰথম সাক্ষ্য, এবং স্বৰ্গীয় রুটির পৰীক্ষা আধ্যাত্মিক ইস্ৰায়লের জন্ম যমেন একটা প্ৰথম পৰীক্ষা, তমেনি প্ৰাচীন ইস্ৰায়লের জন্ম শষে সাক্ষ্যও। ক্ৰুদ্র পুস্তকরে পৰীক্ষা যমেন প্ৰথম, তমেনি শেষেও। এটি অরণ্যের মণ্ডলী হসিবে আধ্যাত্মিক ইস্ৰায়লের ভ্রমণের সমাপ্তি, এবং এটি তাদের মধ্যবে প্ৰথম, যাদের ঈশ্বরের চূড়ান্ত নামাঙ্কতি জনগোষ্ঠী হতে নরিবাচতি করা হয়েছিল। মলিরাইটরা ছিল ঈশ্বরের নামাঙ্কতি জনগণের সূচনা, যাদেরকে প্ৰোটেষ্ট্যান্টবাদের সত্যকারের শি হসিবে চহিনতি হওয়ার কথা ছিল। প্ৰথম বার্তাটি ক্ৰমতাপ্ৰাপ্ত হলে যবে পৰীক্ষার প্ৰক্ৰিয়া শুরু হয়, তারও কয়েকটি সাক্ষ্য আছে।

সসেব পৰীক্ষার প্ৰক্ৰিয়ায় একটা "মোড় ঘোরার মুহূর্ত" আসে, যখনে প্ৰায় সব শষিযই মুখ ফরিযি নেযে। যোশুয়া ও ক্যালবেরে সাক্ষ্যের সময় সমগ্র ইস্ৰায়লে মুখ ফরিযি নলি এবং মশিরে ফরিযে যতে চাইল। গাললিরি মণ্ডলীতে অধিকাংশ শষিয মুখ ফরিযি নলি। যহেতে যীশু আলফা ও ওমগো, তাই পৰীক্ষার প্ৰক্ৰিয়ার শষে যবে "মোড় ঘোরার মুহূর্ত" উপস্থাপতি হয়, সটো পৰীক্ষার প্ৰক্ৰিয়ার শুরুতেও চিত্ৰিত হয়। প্ৰাচীন ইস্ৰায়লের জন্ম প্ৰথমবার মান্না প্ৰদান করা হলে, এমন লোক ছিল যারা সঙ্গে সঙ্গে নরিদশেনা থেকে মুখ ফরিযি নলি। খরসিটেরে বাপ্তস্মিরে পর তিনি মুখ ফরিযি মরুভূমিতে চলে গলেনে। সসিটার হোয়াইট "মোড় ঘোরার মুহূর্ত" প্ৰতীকটি অত্ৰ্যন্ত শক্ৰিণীয়ভাবে ব্যবহার করছেন।

জাত ও গরিজার ইতহিসে এমনসব সময় আছে, যা মোড় ঘোরানোর সন্ধিক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের বধিনে, যখন এই বভিনিন সঙ্গট আসে, তখন সেই সময়ের জন্ম আলো

প্রদান করা হয়। তা গ্রহণ করা হলে আত্মকি অগ্রগতি ঘটে; আর তা প্রত্যাখ্যাত হলে আত্মকি অবনতি ও জাহাজডুবির মতো সর্বনাশ ঘটে। প্রভু তাঁর বাক্যে সুসমাচারে অগ্রযাত্রার কাজকে উন্মোচন করছেন—অতীতে যখন তা পরচালিত হয়েছিল, এবং ভবিষ্যতেও যখন হবে—শেষে সংঘর্ষ পরশ্যন্ত, যখন শয়তানীয় শক্তগুণিতাদের শেষে বস্মিকর পদক্ষেপে নবে। সেই বাক্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এখনই সেই শক্তগুণিতা কার্যরত রয়েছে, যা ভালো ও মন্দরে মধ্যে—অন্ধকারের রাজপুত্র শয়তান এবং জীবনের রাজপুত্র খ্রিস্টের মধ্যে—শেষে মহাসংঘর্ষের সূচনা ঘটাবে। কনিতু যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে ও ভয় করে, তাদের জন্য যে বজ্র আসছে, তা ততটাই নশ্চিত, যতটা নশ্চিতি যে তাঁর সংহাসন স্বর্গে প্রতষ্টিতি। বাইবেলে ইকো, ২৬ আগস্ট, ১৮৯৫।

প্রাচীন ইস্রায়েলকে যখন প্রথম মান্না দেওয়া হয়েছিল, তখন সেই ইতিহাসের জন্য আলো দেওয়া হয়েছিল। খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের সময় সেই ইতিহাসের জন্য আলো দেওয়া হয়েছিল। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট সেই ইতিহাসের জন্য আলো দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতটি মোড়বিন্দু একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সূচনা চহ্নিতি করে, যা শেষে পরশ্যন্ত আরকেটি মোড়বিন্দুতে গিয়ে সমাপ্ত হয়, যখন পূর্বতন চুক্তির জনগণ মুখ ফরিয়ে নেয় এবং আর খ্রিস্টের সঙ্গে চলে না।

এই নানা পরীক্ষা-প্রক্রিয়া যহেতু প্রাক্তন চুক্তিবিধ জনগণ এবং নতুন চুক্তিবিধ জনগণ—উভয়েরই একটা করে পরীক্ষা-প্রক্রিয়াকে প্রতনিধিত্ব করে, তাই পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার দুটা সমাপ্তি রয়েছে। পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি, এবং সেইসঙ্গে মলিরাইট ইতিহাসে প্রোটোস্ট্যান্টদের জন্য চূড়ান্ত মোড়, ছিল ১৮৪৪ সালের বসন্ত। পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি (১৮৪৪ সালের শরৎকাল), অর্থাৎ মলিরাইটদের নজিদের জন্য মোড়-ফরোনের মুহূর্ত, ঈশ্বরের পূর্বতন জনগণের মোড়-ফরোনের পরে এসেছিল।

যীশু খ্রিস্টের ইতিহাসে, পরীক্ষার প্রক্রিয়া চহ্নিতি হয় তাঁর দ্বারা মন্দরিকে দু'বার শুদ্ধ করার মাধ্যমে, তাঁর পরচির্ষার শুরুতে একবার, এবং তাঁর পরচির্ষার সমাপ্তিতে আবার একবার।

“যখন যীশু তাঁর প্রকাশ্য সর্বোচ্চ শুরু করলেন, তিনি মন্দরিকে তার ধর্মনিদামূলক অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করলেন। তাঁর সর্বোচ্চের অন্তিম কার্যসমূহের মধ্যে একটি ছিল মন্দরির দ্বিতীয় শুদ্ধকরণ। তদ্রূপ, জগতকে সতরক করার শেষে কর্মে কলসিয়ারসমূহের প্রত দুইটা স্বতন্ত্র আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বারতাটাই হলো, ‘পততি হলো, পততি হলো বাবলি, সেই মহানগরী, কারণ সে তার ব্যভিচারের ক্রোধের দ্রাক্ষামদ দ্বারা সমস্ত জাতিকে পান করিয়েছে’ (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮)। আর তৃতীয় স্বর্গদূতের বারতার মহা আর্তনাদে স্বর্গ থেকে এই বাক্য শোনা যায়, ‘হে আমার লোকেরা, তোমরা তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, যেন তোমরা তার পাপসমূহে অংশী না হও, এবং তার বপিদসমূহ না পাও। কারণ তার পাপসমূহ স্বর্গ পরশ্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অন্যায়াসমূহ স্মরণ করছেন’ (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪, ৫)।” Selected Messages, book 2, 118.

খ্রিস্টের দুটা মন্দরি শুদ্ধকরণের পরীক্ষার প্রক্রিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার রচনাসমূহে মালাখা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

“জগতের ক্রতো ও বক্রিতাদের থেকে মন্দরিকে শুদ্ধ করার সময়, যীশু ঘোষণা করলেন যে তাঁর মশিন হলো পাপের কলুষতা—পার্থবি আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপর লালসা, আত্মাকে কলুষিত করে এমন অসৎ অভ্যাস—থেকে হৃদয়কে শুদ্ধ করা। মালাখা ৩:১-৩ উদ্ধৃত।” যুগের আকাঙ্ক্ষা, ১৬১।

ঈশ্বরকে জনগণের পরশিদ্ধকরণ সেই পরীক্ষার প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে, যাকে ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন ধারার সঙ্কে বারবার চিহ্নিত করা হয়েছে। আদম ও হাওয়া থেকে শুরু করে মলিরাইট ইতিহাস পর্যন্ত প্রতীক উল্লেখই এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের পরশিদ্ধকরণের প্রতিনিধিত্ব করে।

"এই পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম দিনসমূহে, তাঁর আজ্ঞা পালনকারী প্রজাদের সঙ্কে ঈশ্বরকে চুক্তি নিবায়িত হবো।" Review and Herald, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪.

এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া হল দানযিলেরে গ্রন্থে প্রথম উল্লেখ, যা দুটি গ্রন্থের প্রথমটি; এই দুইটি একত্রে যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যকে উপস্থাপন করে, যা মানবজাতির পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে সীলমোহর খোলা হয়। এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াকে সীলকরণ প্রক্রিয়া হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে। যখন এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের শুদ্ধকরণ, সীলকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম বার্তা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হল, তা চার্চ ও বিশ্বের জন্য এক মোড় ঘোরানো মুহূর্ত ছিল। প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে, যে স্বর্গদূত তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করে, সে তখন এসে পৌঁছল। তবুও প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে, সেই স্বর্গদূতকে হাতে খাওয়ার মতো কিছু আছে বলে দেখানো হয় না—কিন্তু তা সেখানে আছে। ছোট বইটি সেখানে আছে। নবী যিশাইয়া যাকে "line upon line" হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যারা সেই পদ্ধতিটি খতে বছে নেন, তাদের পক্ষে সেটি সহজই চেনা যায়।

'লাইন পর লাইন' প্রণালী অনুসরণ করে আমরা বুঝি যে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন খ্রিস্ট অবতরণ করছিলেন, তখন তাঁর কাছে একটি 'ছোট বই'ও ছিল, যা 'মান্না', 'স্বর্গের রুটি' এবং 'ছোট বই' হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, Jehoiakim দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পূর্বতন নবিবাচন জনগণ অ্যাডভেন্টবাদের রীতিনীতি ও প্রথাগুলো আঁকড়ে ধরার সন্ধিত্ব নলি, এবং তারপর তারা বাবিলনের বন্দদিশার দিকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করল, যা রবিবারের আইন কার্যকর হলে সম্পূর্ণ হবো।

"এখন কি এমন কথাও উঠছে যে আমনিক ঘোষণা করছে যে নডি ইয়রক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে? এ কথা আমনিকখনো বলনি। আমনিকিলছে—সেখানে বিশাল সব অট্টালিকা তলা-পর-তলা উঠে দাঁড়তে দেখার সময়, 'প্রভু যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপাতে উঠবেন, তখন কী ভয়াবহ দৃশ্যাবলি ঘটবে! তখন প্রকাশিত বাক্য ১৮:১-৩-এর বাণী পূর্ণ হবো।' প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্রটাই পৃথিবীর ওপর যা আসতে চলছে তার এক সতর্কবার্তা। কিন্তু নডি ইয়রকের বিষয়ে নরিদর্শিত্বভাবে কী আসছে সে সম্পর্কে আমার কোনো বিশেষ আলোকপ্রাপ্তি নই; কেবল এটুকুই জানি যে, একদিন ঈশ্বরের শক্তিতে ঘুরিয়ে উলটিয়ে ফলে সেখানে থাকা মহৎ অট্টালিকাগুলি ভেঙে পড়বে। আমনিক যে আলো প্রদান করা হয়েছে, তার দ্বারা আমনিক জানি যে ধ্বংস জগতে রয়েছে। প্রভুর একটি বাক্য, তাঁর মহাশক্তির এক স্পর্শ—আর এই মহৎ অট্টালিকাসমূহ ধসে পড়বে। এমন সব দৃশ্য ঘটবে, যার ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারনি।" রভিউ অ্যান্ড হরোল্ড, ৫ জুলাই, ১৯০৬।

যখন "নডি ইয়রক"-এর "বৃহৎ ভবনগুলি" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর "ঈশ্বরের শক্তির ঘুরিয়ে দেওয়া ও উলটে দেওয়ায় নচি ফলে দেওয়া হয়েছিল", তখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূতের আলো সমগ্র পৃথিবী ভরে গিয়েছিল, কারণ প্রকাশিত বাক্য তরো অধ্যায়ের পৃথিবী থেকে ওঠা জনত্বের ইতিহাসে একটি মোড়বদল এসেছিল।

জাতসিমূহরে ও গরিজার ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে, যা সন্ধিক্ষণ হয়ে ওঠে। ঈশ্বররে বধিনে, যখন এই নানান সংকট উপস্থিতি হয়, তখন সেই সময়ে জন্ম আলো প্রদান করা হয়। তা যদি গ্রহণ করা হয়, আত্মকি অগ্রগতি ঘটে; আর যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, আত্মকি অধঃপতন এবং জাহাজডুবির মতো পরণিত আসে। বাইবেলে ইকো, ২৬ আগস্ট, ১৮৯৫।

২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বরে যখন প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়রে স্বর্গদূতরে আলো এলো, তখন যারা সেই আলো গ্রহণ করছিল তারা আত্মকিভাবে অগ্রসর হলো, আর যারা সেই আলো প্রত্যাখ্যান করছিল তারা আত্মকিভাবে অধঃপতি হলো এবং বদিরোহরে পথে চলতে শুরু করল রববাররে আইনরে সেই চূড়ান্ত মোড়ে, যখনে তারা তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তাবাহক হিসেবে তাদের স্বীকারোক্তকি চরিতরে জাহাজডুবির করে। যোহন ৬:৬৬-এ গালীলরে যারা মুখ ফরিযিে নযিে খ্রিষ্টরে সঙ্গে আর চলনে, তারা সেই আলো থেকেই মুখ ফরিযিে নযিেছিল যা প্রথমে তাঁর বাপ্তসিমে এসেছিল, যখনে সেই পরীক্ষামূলক ইতিহাসরে প্রথম বার্তা শক্তি পযেছিল। দানযিলে পুস্তকরে প্রথম অধ্যায়ে, প্রথম বার্তা যখন শক্তি লাভ করে সেই ইতিহাসে, উপাসকদের দুই শ্রেণি চিত্রিত হয়ছে। যহিোয়াকমি প্রতিনিধিত্ব করে তাদের যারা বিশ্বাসে জাহাজডুবির করে, আর দানযিলে, হনানযিয়া, মশিয়লে ও আজারযিয়া প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্বস্তদের।

যহিদার রাজা যোহয়াকীমরে রাজত্বরে তৃতীয় বছরে বাবলিরে রাজা নেবুখদনজের যরিশালমে এসে তাকে অবরোধ করল। আর প্রভু যহিদার রাজা যোহয়াকীমকে তার হাত সমর্পণ করলনে, এবং ঈশ্বররে গৃহরে কিছু পাত্রও; যগেলে সে শনিার দশে তার দেবতার মন্দরিে নযিে গেলে, এবং সেই পাত্রগলে তার দেবতার ধনভাণ্ডারে রাখল। আর রাজা তার খোজাদরে প্রধান আশ্বিনোজকে আদেশে দলিনে যে, সে ইস্রায়লেরে কয়কেজন যুবক, এবং রাজবংশীয় ও অভিজাতদেরে মধ্যে থেকে—যুবক যারা দোষত্রুটিহীন, রূপে সুন্দর, সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী, জ্ঞানে বিচক্ষণ, বিদ্যায় বুদ্ধিমান, রাজসভায় উপস্থিতি থাকার যোগ্য, এবং যাদেরে কালদীয়দেরে বিদ্যা ও ভাষা শখনো যতে পারে—এমন কয়কেজনকে নযিে আসবে। আর রাজা তাদেরে জন্ম প্রতদিনরে রাজ-ভোজন ও তনিযিে দ্রাক্ষারস পান করতনে তার অংশ নরিদষ্টি করলনে, এইভাবে তাদেরে তনি বছর পোষণ করার জন্ম, যাতে শেষে তারা রাজার সামনে উপস্থিতি হতে পারে। এদেরে মধ্যে যহিদা গোটররে দানযিলে, হনানযিয়া, মশিয়লে ও আজারযিয়া ছিল। খোজাদরে প্রধান তাদেরে নতুন নাম দলিনে: তনি দানযিলেকে বলেতশৎসর, হনানযিয়াকে শদ্রক, মশিয়লেকে মশেক, আর আজারযিয়াকে অবদেনগো নাম দলিনে। কনিতু দানযিলে মনে স্থরি করল যে, রাজ-ভোজনরে অংশ কংবা রাজা যে দ্রাক্ষারস পান করতনে, তাতে সে নিজেকে অপবতির করবে না; তাই সে খোজাদরে প্রধানরে কাছে অনুরোধ করল যাতে সে নিজেকে অপবতির না করে। দানযিলে ১:১-৮।

দানযিলে, হনানযিয়া, মশিয়লে ও আজারযিয়া ছিলনে যহিদা গোটররে সন্তান। তাদেরে খোজা বানানো হয়ছিল; ফলে তারা অ্যাডভেন্টজিমরে শেষে প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। অনকে প্রাচীন রাজার মতো নেবুখদনজোর চারজন যহিদীয় যুবককে খোজা করযিেছিলনে, যাতে তারা দাস হিসেবে সবো করার সময় এবং রাজার স্ত্রী ও উপপত্নীদেরে সঙ্গে মলোমশো করার সময় রাজার কনো উদ্বগে না থাকে।

প্রতীকীভাবে এটি অ্যাডভেন্টজিমরে শেষে প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এই চারজনরে পরে যহিদার আর কনো বংশধারা থাকবে না। চার সংখ্যা বিশ্বব্যাপকতার প্রতীক, এবং তাই এটি বিশ্বজুড়ে সেই সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টসিটদেরে শেষে প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বরে ঈশ্বররে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যরে

পরপূর্ণতা হিসেবে স্বীকার করে।

সহৈ সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টসিটরাই ঈশ্বরকে ভাববাদী বাক্যের বিষয়, কারণ তাদরেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হতে ডাকা হয়েছে। তবু তাদরে ভাববাদী উত্তরাধিকার শুরু হয়েছিল তাদরে পূর্বপুরুষদের বদিরোহের মাধ্যমে, ১৮৬৩ সালে। সহৈ প্রাথমিক বদিরোহটি চিনি নেওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ কর্মবরধমান বদিরোহের চার প্রজন্মের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির আচ্ছাদনে তা ঢেকে গেছে। চনো কঠনি হলও, এটিকে দেখা ও স্বীকার করতই হবে, যমেন দানয়িলে শেষে পরযন্ত দানয়িলে গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে করছেন। তনি তা করছিলেন ঈশ্বরকে ভাববাদী বাক্যে নহিতি সত্যকে স্বীকার করে।

দানয়িলে ও তনিজন বীর য়ে বদিরোহের সরাসরি উত্তরাধিকারী ছিলি, তা ছিলি তাদরে পতির, তাদরে চারপাশের পৌতলকি প্রভাব থেকে পৃথক হয়ে থাকতে অস্বীকৃতি। ১৮৬৩ সালে, লাওদকীয় অ্যাডভেন্টজিম লবীয় পুস্তক ছাব্বিশের "seven times" সম্পর্কে মলিারের সনাক্তকরণকে প্রত্যাখ্যানের অবস্থান টকিয়ে রাখতে, ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও ক্যাথলিকধর্মের বাইবলে ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে ফরি যায়। দানয়িলে ও তনিজন বীরের ক্ষেত্রে সহৈ বদিরোহের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলি রাজা হজিকিয়া।

রাজা হজিকিয়া মরতে না হয় বলে প্রভুর কাছে মনিতা করছিলেন, এবং প্রভু তাকে আরও ১৫ বছর দলি তে তার প্রার্থনার উত্তর হয়েছিলি। এর ফলে তনি পিরে মনশরে পতি হন, যনি যিহুদার সবচেয়ে দুষ্টি রাজাদের একজন, এবং একই সঙ্গে সহৈ রাজা, যার শাসন থেকেই যিহুদাকে জয় করে দাসত্বে আবদ্ধ করার সাত-ধাপের পর্যাযক্রমিক প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে। ১৮৫৬ সালে, "সত্য সাক্ষী" লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদীদের দরজায় কড়া নাড়তে এসেছিলেন, কনিতু তারা নজি সত্যের প্রতীমার বদলে বাঁচকই বছে নলি। ১৮৬৩ সালের মধ্যে তারা "যেরহো" পুনর্নির্মাণ করছিলি এবং এমন এক কর্মবরধমান বদিরোহ শুরু করছিলি, যা শেষে পরযন্ত তাদরকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে আধ্যাত্মিক বাবলিরে দাসত্বে পতনের তনি-ধাপের যাত্রার সূচনা হিসেবে চনিতে বাধা দলি, য়ে যাত্রা রববারের আইনে গিয়ে শেষে হয়।

রাজা হজিকিয়ার জন্ম, ১৮৬৩ এল যখন তাঁর বঁচে থাকার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। প্রভু একটা চহিন দলি য়ে তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঈশ্বর সূর্যকে সরিয়ে সহৈ প্রার্থনাকে নিশ্চিতি করলনে, আর বাবলীয়রা আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরকে কার্যকলাপ দেখল, যদগি তারা জানত না এর অর্থ কী। তারপর বাবলীয়রা যরিশালমে এলো সহৈ ঈশ্বর সম্পর্কে জানার জন্ম, যাঁর সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিলি। স্বর্গের ঈশ্বরকে মহিমাবতি করা এবং নজিকে অস্বীকার করার বদলে, রাজা হজিকিয়া সহৈ মন্দরি ও নগরকেই মহিমাবতি করতে বছে নলি, সহৈ ঈশ্বরকে নয় যনি তাঁর নাম সহৈ মন্দরি ও নগরে স্থাপন করতে বছে নিছিলেন।

সহৈ বদিরোহের ফলে এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয় য়ে তার বংশধারার সন্তানরা বাবলিে দাস ও খোজা হয়ে যাবে। সহৈ সন্তানরা ছিলি দানয়িলে, হনানিয়া, মশিয়ালে ও আজারিয়া, এবং তারা সহৈ সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টসিটদের আধ্যাত্মিক শেষে প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে বিশ্বের জাতসিমূহ ও গরিজার ইতিহাসে একটা মোড়ফরো হিসেবে স্বীকার করে, যখন এমন আলো দেওয়া হয় যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে পরীক্ষা করে তাদরে সীলমোহর দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

সহৈ দনিগুলতিে হজিকিয়া মরণাপন্ন ছিলি। আর আমোৎসরে পুত্র ভবিষ্যদ্বক্তা যশাইয় তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললনে, 'প্রভু এ কথা বলনে: তোমার গৃহের ব্যবস্থা কর;

কারণ তুমি মরবে, বাঁচবে না।' তখন তিনি দিয়েলরে দকি মুখ ফরিযি প্ৰভুর কাছ প্ৰাৰ্থনা করে বললনে, 'হে প্ৰভু, আমি তোমার কাছ বনিতকরি, এখন স্মরণ করো, আমি কীভাবে সত্যে ও সম্পূর্ণ হৃদয়ে তোমার সামনে চলছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো তা করছি।' আর হজিকিয়া প্ৰবলভাবে কাঁদলনে। যশাইয় মধ্য প্ৰাঙগণে পোঁছানোর আগেই প্ৰভুর বাক্য তাঁকে এভাবে এল, 'ফরি যাও, এবং আমার জাতরি প্ৰধান হজিকিয়াকে বল: প্ৰভু, তোমার পতি দাউদরে ঈশ্বর, বলনে, আমি তোমার প্ৰাৰ্থনা শুনছি, তোমার অশ্রু দেখেছি; দেখে, আমি তোমাকে আৰোগ্য করব; তৃতীয় দিনে তুমি প্ৰভুর গৃহে উঠবে। আর তোমার দিনগুলোর সাথে আমি পিনরো বছর যোগ করব; এবং আমি তোমাকে ও এই নগরকে অশুরের রাজার হাত থেকে উদ্ধার করব; আমি আমার নিজের কারণে, এবং আমার দাস দাউদরে কারণে এই নগরকে রক্ষা করব।' আর যশাইয় বললনে, 'দুমুরের পণ্ডি নযি এসো।' তারা তা নযি ফোড়ার ওপর রাখল, এবং তিনি আৰোগ্য লাভ করলনে। আর হজিকিয়া যশাইয়কে বললনে, 'প্ৰভু আমাকে আৰোগ্য করবনে, এবং তৃতীয় দিনে আমি প্ৰভুর গৃহে উঠব—এর চহিন কী হবে?' যশাইয় বললনে, 'এ চহিন প্ৰভুর কাছ থেকে পাবে, যে প্ৰভু তিনি যিটো বলছেন সটোই করবনে: ছায়া ক দশ ধাপ এগযি যাবে, না ক দশ ধাপ পছযি যাবে?' হজিকিয়া উত্তরে বললনে, 'ছায়ার দশ ধাপ নচি নামা সহজ বিষয়; না, বরং ছায়া দশ ধাপ পছিনে ফরি যাক।' তখন ভবিষ্যদ্বক্তা যশাইয় প্ৰভুকে আহ্বান করলনে, এবং তিনি ছায়াকে আহাজরে সূর্যঘড়তি যে দশ ধাপ নমেছিলি, তা পছিনে ফরিযি দলিনে। সেই সময়ে বালাদানরে পুত্র বাবলিরে রাজা বরোদক-বালাদান হজিকিয়ার কাছ চঠি ও উপহার পাঠালনে; কারণ তিনি শুনছিলনে যে হজিকিয়া অসুস্থ ছিলনে। আর হজিকিয়া তাদরে অভ্যর্থনা করলনে, এবং তাদরে তাঁর মূল্যবান জনিসিপত্ৰরে গৃহ—রূপা, স্বৰ্ণ, সুগন্ধা দ্রব্য, মূল্যবান তলে, তাঁর অস্ত্রাগাররে সবকছি এবং তাঁর ধনভাণ্ডারে যা যা পাওয়া গেলে—সবই দেখালনে; তাঁর গৃহে বা তাঁর সমগ্র রাজ্যে এমন কছি ছিলি না যা হজিকিয়া তাদরে দেখোননি। তখন ভবিষ্যদ্বক্তা যশাইয় রাজা হজিকিয়ার কাছ এসে বললনে, 'এই লোকরো কী বলল? এবং তারা কোথা থেকে তোমার কাছ এসছে?' হজিকিয়া বললনে, 'তারা দূরদেশে থেকে, এমনকি বাবলি থেকে এসছে।' তিনি বললনে, 'তারা তোমার গৃহে কী দেখেছে?' হজিকিয়া উত্তর দলিনে, 'আমার গৃহে যা কছি আছে সবই তারা দেখেছে; আমার ধনভাণ্ডাররে মধ্যে এমন কছি নই যা আমি তাদরে দেখোইনি।' আর যশাইয় হজিকিয়াকে বললনে, 'প্ৰভুর বাক্য শোন। দেখে, দিন আসছে, যখন তোমার গৃহে যা কছি আছে, এবং আজ পরযন্ত তোমার পতিপুরুষরো যা সঞ্চয় করে রেখেছেন, সবই বাবলি নযি যাওয়া হবে; কছিই অবশিষ্ট থাকবে না, প্ৰভু বলনে। আর তোমার থেকেই যে পুত্ররা উৎপন্ন হবে, যাদরে তুমি জন্ম দেবে, তাদরে তারা নযি যাবে; এবং তারা বাবলিরে রাজার প্ৰাসাদে খোজা হবে।' তখন হজিকিয়া যশাইয়কে বললনে, 'তুমি যি প্ৰভুর বাক্য বলছে, তা ভালো।' তিনি আরও বললনে, 'আমার দিনে যদি শান্তি ও সত্য থাকে, তবে কী তা ভালো নয়?' আর হজিকিয়ার বাকি কার্যাবলি, তাঁর সমস্ত প্ৰাক্ৰম, এবং কীভাবে তিনি একটা জলাধার ও একটা নিলা বানালনে এবং নগরে জল আনলনে—সেগুলো ক যিহিদার রাজাদরে ইতিহাসরে পুস্তকে লেখা নই? আর হজিকিয়া তাঁর পতিপুরুষদরে সঙগে শয়ন করলনে; এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র মনশে রাজত্ব করল। ২ রাজাবলি ২০:১-২১।

পরবর্তী পঙ্কতিটি বিলে:

মনশশে যখন রাজত্ব করা শুরু করছিলনে, তখন তাঁর বয়স ছিলি বারো বছর; এবং তিনি যরিশালমে পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করছিলনে। তাঁর মায়ে নাম ছিলি হফেসবি। ২ রাজাবলি ২১:১।

রাজা হজিকিয়া যদি প্রভুর ইচ্ছা মনে শুধুই নিজেরে সব ব্যবস্থা গুছিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করতেন, তবে ফলাফল কী হতো? তাঁকে অতিরিক্ত পনেরো বছর দেওয়া হয়েছিল, আর তিনি বছর পরে দুষ্টি মনশে জন্মেছিল। ১৮৫৬ সালে কী ঘটত, যদি অ্যাডভেন্টবাদের ফলিডলেফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় পরিবর্তনের বিষয়টা মনে নিয়ে নিজেরে বিষয়টা গুছিয়ে নতি এবং উইলিয়াম মলিয়ারের ভিত্তিগত সত্যগুলো অক্ষুণ্ণ রাখত? আমার ধারণা, আমরা হয়তো কোনোদিনই ওই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারব না; তবে আমরা যা জানি, তা হলো, "দানয়িলে নিজেরে মনে স্থির করেছিলেন যে তিনি রাজার আহারের অংশ দ্বারা, কিংবা তিনি যে দ্রাক্ষারস পান করতেন তা দিয়ে, নিজেকে অপবিত্র করবেন না।"

পরবর্তী নবিন্ধে আমরা দানয়িলেরে প্রথম অধ্যায় চালিয়ে যাব।